গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.mochta.gov.bd)

বিষয়ঃ **২ ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি, ১১ ডিসেম্বর ২০২২ রবিবার আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০২২, ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার মহান বিজয় দিবস উদযাপন এবং পার্বত্য মেলা-২০২৩ আয়োজন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণীঃ**

সভাপতি	: মোসাম্ৎ হামিদা বেগম সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
সভার তারিখ ও সময়	: ১৬/১১/২০২২ খ্রিঃ; বেলা ০২.০০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অনুমতিক্রমে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দকে স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান। পরিচিতি পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং উপসচিব (প্রশাসন-১)-কে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (প্রশাসন-১) সভার আলোচ্যসূচি উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। পূর্বের আয়োজনের আলোকে ২ ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি, ১১ ডিসেম্বর ২০২২ রবিবার আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০২২, ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার মহান বিজয় দিবস উদযাপন এবং পার্বত্য মেলা-২০২৩ আয়োজন উপলক্ষ্যে আলোচনা জন্য সভার আয়োজন করা হয়েছে। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

আলোচ্যসূচি ক: ২ ডিসেম্বর, ২০২২ পার্বত্য শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন:

উপসচিব (প্রশাসন-১) বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তির বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া আলোচনা সভা ও অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ পর্যায়ে সভাপতি গত বছর কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে চাইলে উপসচিব (প্রশাসন-১) ২ ডিসেম্বর ২০২২ শান্তি চুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি উপস্থিত সকলের নিকট উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ২ ডিসেম্বর, ২০২২ পার্বত্য শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বর্ষপূর্তি উদযাপন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২ ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানটি আরো সুন্দরভাবে আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ উপস্থিত সকলকে অনুরোধ জানান। ২ ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব/বাস্তবায়নকারী
১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ	২ ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার	ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে ২ ডিসেম্বর ২০২২ সকাল ০৮.৩০ টায় ধানমন্ডি ৩২	অতিরিক্তসচিব (প্রশাসন) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) উপসচিব (প্র:-১) ও উপসচিব (বা/প্র:-২)

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব/বাস্তবায়নকারী
		পর ঢাকাস্থ বেইলি রোডে অবস্থিত শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপনপূর্বক পুষ্পস্তবক অর্পণ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে নিজ নিজ জেলা পরিষদের উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। খ) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং আমন্ত্রিত অতিথি সহযোগে র‍্যালিসহ পুষ্পস্তবক অর্পনের জন্য একটি র‍্যালি ব্যানার, একটি ফুলের রিং এবং ২০০ পিস রজনীগন্ধা ফুলের ব্যবস্থা করা হবে। গ) ঢাকাস্থ বেইলি রোডে অবস্থিত শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি স্থাপনপূর্বক তথায় পুষ্পস্তবক অর্পণের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘ) পুষ্পস্তবক অর্পণের অনুমতি চেয়ে কিউরেটর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, ধানমন্ডি ,ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। ঙ) ঢাকায় বসবাসকারী তিন পার্বত্য জেলার আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দের জন্য যাতায়াত ও সম্মানীর ব্যবস্থা করতে হবে। চ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ স্ব স্ব উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জাঁকজমকপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করবে। ছ) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের/অতিথিবৃন্দের যাতায়াতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	খ) উপসচিব(বা:/প্র:-২) গ) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) ও প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স। ঘ) উপসচিব (প্রশাসন-১) ঙ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও উপসচিব (বা/প্রশাসন-২) চ) চেয়ারম্যান/মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ছ) উপসচিব (বা:/প্র:-২)
২	অনুষ্ঠান সূচি, আমন্ত্রণপত্র, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের তালিকা তৈরি ও আমন্ত্রণপত্র বিতরণ	অনুষ্ঠান সূচি, আমন্ত্রণপত্র এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা তৈরি এবং আমন্ত্রণপত্র বিতরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	ক) অনুষ্ঠান সূচি ও আমন্ত্রণপত্র তৈরি করতে হবে। খ) আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের তালিকা তৈরি করতে হবে এবং আমন্ত্রণপত্র বিতরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়); যুগ্মসচিব (সমন্বয়); উপসচিব (সমন্বয়-২); উপসচিব (পরিষদ-২); সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) ও জনসংযোগ কর্মকর্তা

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব/বাস্তবায়নকারী
৩	আলোচনা সভা আয়োজন	২ ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার সকাল ১০.০০ টায় বেইলি রোড, ঢাকায় অবস্থিত শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি, মুখ্য আলোচক ও আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক) ২ ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার সকাল ১০.০০ টায় বেইলি রোড, ঢাকায় অবস্থিত শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে। (খ) আলোচনা সভায় জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, মাননীয় আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি-কে প্রধান অতিথি; জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি, প্রাক্তন সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে মুখ্য আলোচক এবং জনাব সুদত্ত চাকমা, প্রাক্তন সচিব, বাংলাদেশ তথ্য কমিশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের একজন অধ্যাপক-কে আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	অতিরিক্তসচিব (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব (প্রশাসন) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) ও উপসচিব (প্রশাসন-১)
৪	কেক কাটা ও আপ্যায়ন	আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে কেক কাটা এবং তাদেরকে আপ্যায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য কেক কেটে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও সভায় উপস্থিত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও উপসচিব (বা/প্র:-২)
৫	সাজসজ্জা	মন্ত্রণালয় এবং ঢাকার বেইলি রোডস্থ শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স ব্যানার ও সাজসজ্জা করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স ব্যানার ও আলোকসজ্জায় সজ্জিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন); যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এবং যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) ও প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স।
৬	প্রচার-প্রচারণা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ	২ ডিসেম্বর ২০২২ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ব্যাপক প্রচারণার নিমিত্ত সচিবালয়ের ১ নম্বর গেইট, শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-এ বোর্ড/ব্যানার স্থাপন এবং	ক) সচিবালয়ের ১ নম্বর গেইট, শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-এ বোর্ড/ব্যানার স্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়); যুগ্মসচিব (সমন্বয়); উপসচিব (সমন্বয়-২);

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব/বাস্তবায়নকারী
		সেমিনার এর পূর্বে কমপ্লেক্স স্থলে পায়রা ও বেলুন ওড়ানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উক্তি/স্লোগান কোড করে বিল বোর্ড/ব্যানার স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়। আমন্ত্রণপত্র তৈরি, অতিথিবৃন্দের তালিকা প্রস্তুত ও বিতরণ এবং প্রচারণার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বহুল প্রচলিত দৈনিক ও আঞ্চলিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	খ) সাদা রঙের ২৫টি পায়রা ও কমপক্ষে ১৫০ টি বেলুন ওড়াতে হবে। এছাড়াও ১ টি বড় বেলুন (পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি লেখা) ওড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। গ) বহুল প্রচলিত জাতীয় দৈনিক ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় পার্বত্য শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে হবে। ঘ) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, টিভি টেলপে এবং বিটিআরসি এর মাধ্যমে শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তির বিষয়টি মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপসচিব (পরিষদ-২); সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) ও জনসংযোগ কর্মকর্তা
৭	ব্যয়	২ ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যাবতীয় ব্যয়ের বিষয়ে আলোচনা হয়।	২ ডিসেম্বর ২০২২ শুক্রবার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যাবতীয় ব্যয় মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠান/উৎসবাদি খাত হতে ব্যয় করা হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন); যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও উপসচিব (বা:/প্র:-২)

আলোচ্যসূচি খ: ১১ডিসেম্বর ২০২২ আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালন:

সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামী ১১ ডিসেম্বর ২০২২ রবিবার আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালন করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উক্ত অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পালনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে অনুরোধ জানান। আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালন উপলক্ষ্যে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব/বাস্তবায়নকারী
০১	আলোচনা সভার আয়োজন	প্রতিবছর ১১ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়ে থাকে। এ উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং অনুষ্ঠেয় আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক এবং আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক) পর্বত দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে। খ) মন্ত্রণালয় হতে একজন অতিরিক্ত সচিব স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন। গ) মুখ্য আলোচক এবং আলোচক পরবর্তীতে আলোচনার প্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন); যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এবং উপসচিব (প্র:-১)।
০২	অনুষ্ঠানসূচি,	অনুষ্ঠানসূচি,আমন্ত্রণপত্র ও	ক) অনুষ্ঠানসূচি,আমন্ত্রণপত্র ও আমন্ত্রিত	অতিরিক্ত সচিব

ক্র: নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব/বাস্তবায়নকারী
	আমন্ত্রণপত্র ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের তালিকা তৈরি এবং আমন্ত্রণপত্র বিতরণ	আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের তালিকা তৈরি এবং আমন্ত্রণপত্র বিতরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	অতিথিবৃন্দের তালিকা তৈরি এবং আমন্ত্রণপত্র বিতরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হল: অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) - আহ্বায়ক যুগ্মসচিব (সমন্বয়) - সদস্য উপসচিব (সমন্বয়-২) - সদস্য সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) - সদস্য জনসংযোগ কর্মকর্তা - সদস্য উপসচিব (পরিষদ-১) - সদস্য সচিব	(সমন্বয়); যুগ্মসচিব (সমন্বয়); উপসচিব (সমন্বয়-২); উপসচিব (পরিষদ-১); সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা
০৩	কেক কাটা ও আপ্যায়ন	আমিন্ত্রত অতিথিদের আপ্যায়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	ক)আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য কেক কেটে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। খ) আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও সভায় উপস্থিত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন); যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এবং উপসচিব (বা:/প্র:- ২)
০৪	সাজসজ্জা	আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে "শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স"-এ আলোকসজ্জার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি যতটুকু সম্ভব বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে আলোকসজ্জা করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	যথাসম্ভব বিদ্যুৎ সাশ্রয় পূর্বক "শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স" ব্যানার ও আলোকসজ্জায় সজ্জিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন); যুগ্মসচিব (প্রশাসন); যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) এবং উপসচিব (বা/প্রশাসন-২
০৫	ক্রোড়পত্র প্রকাশ	আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিষয়ে জনসংযোগ কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস এর বিষয়টি বহুল প্রচারের জন্য তিন পার্বত্য জেলায় বিলবোর্ড/পোস্টার/লিফলেট স্থাপনের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক) বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক ও তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে হবে। খ) আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের বিষয়টি বহুল প্রচারের জন্য বিল বোর্ড/পোস্টার/লিফলেট তৈরি ও স্থাপনের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	(ক) অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়); যুগ্মসচিব(সমন্বয়); উপসচিব (সমন্বয়-২); উপসচিব (পরিষদ-১); সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা খ) যুগ্মসচিব(প্রশাসন) ও উপসচিব(প্র:-১)
০৬	ব্যয়	আন্তর্জাতিক পর্বত্য দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি খাত হতে নির্বাহ করা হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন); যুগ্মসচিব(প্রশাসন) এবং উপসচিব (বা/প্র:-২)

<u>আলোচ্যসূচি গ: ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২ মহান বিজয় দিবস উদযাপন:</u> ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি ঘ: পার্বত্য মেলা আয়োজন:

সভাপতি বলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আগামী ৮ ডিসেম্বর ২০২২ হতে ৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মাস ব্যাপি এশিয়ান বাইএনিয়্যাল এক্সিবিশিন চলবে বিধায় শিল্পকলা একাডেমির নন্দন মঞ্চসহ মাঠ পার্বত্য মেলার জন্য বরাদ্দ পাওয়া যাবে না বিধায় ১৮-২১ জানুয়ারি, ২০২৩ পার্বত্য মেলা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। তিন পার্বত্য জেলা থেকে যারা মেলায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তাদেরকে অগ্রাধিকারসহ গুরুত্ব দিয়ে স্টল বরাদ্দ প্রদান এবং মেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি উপস্থিত সকলের মতামত গুরুত্ব সহকারে শোনেন এবং উক্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন। সভাপতি পার্বত্য মেলা আয়োজনের তারিখ নির্ধারণ এবং আইন-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পার্বত্য মেলা আয়োজন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব/বাস্তবায়নকারী
০১।	**পার্বত্য মেলার আয়োজন, স্টল নির্মাণ ও বরাদ্দ, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন:** পার্বত্য মেলা আয়োজন উপলক্ষ্যে পার্বত্য অঞ্চলের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও বিশেষায়িত পণ্যের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে আগামী ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ঢাকায় মেলা আয়োজন এর বিষয়ে আলোচনা হয়। মেলার মূল উপকরণ হবে তিন পার্বত্য এলাকায় উৎপাদিত পণ্য, কুটির শিল্প, ঐ এলাকার খাবার, পোশাক ইত্যাদি। মেলার উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীসহ বিশেষ অতিথিবৃন্দের আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিগণকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়।	ক) আগামী ১৮-২১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে ০৪ (চার) দিনব্যাপী পার্বত্য মেলা-২০২৩ আয়োজন করা হবে এবং অনুষ্ঠান আয়োজন, স্টল নির্মাণ ও বরাদ্দ উপকমিটির সদস্যগণ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পরিদর্শন করে অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও স্টল সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়ে মতামত প্রদান করবেন। খ) ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ বুধবার মেলা শুরুর দিন বেলা ০৩:০০ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। গ) ১৮-২১ জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত মুক্ত মঞ্চ ও নন্দন মঞ্চ ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। ঘ) স্টল নির্মাণ ও বরাদ্দ কমিটি বর্তমান বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা পূর্বক স্টলের ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে। ঙ) মেলা স্টল বরাদ্দের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক স্টলের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। অনুষ্ঠান আয়োজন স্টল নির্মাণ ও বরাদ্দ উপকমিটির সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	স্টল নির্মাণ ও বরাদ্দ উপকমিটির সদস্যবৃন্দ
		চ) বরাদ্দকৃত স্টলের প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুকূলে বরাদ্দপত্র প্রদান করা হবে এবং উক্ত পত্রে স্টলের অভ্যন্তরীন সাজ-সজ্জা নিজ দায়িত্বে করার জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে। ছ) বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উপকমিটি পার্বত্য মেলা আয়োজন সংক্রান্ত বাজেট প্রস্তুত করবেন। জ) মেলার উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। ঝ) মেলা চলাকালীন দিবসসমূহের অনুষ্ঠানে	বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উপকমিটি

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব/বাস্তবায়নকারী
		আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবর্গকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও আপ্যায়নসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ঞ) উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে দাওয়াত দিতে হবে। ট) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ-কে লাইভ উইভিং প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
০২।	**<u>মেলায় সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা:</u>** মেলায় সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। পুলিশের একটি মোবাইল টিম সার্বক্ষণিক নিরাপত্তায় নিয়োজিত রাখার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে পত্র দিতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গন ও আশে পাশে মেলা চলাকালীন প্রয়োজনীয় মহিলা পুলিশ মোতায়েনের জন্যও পত্র দিতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	মেলার আয়োজন ও এর আগে সজ্জা, মঞ্চ ও স্টল নির্মাণ ও সজ্জা এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের আনীত পণ্য সামগ্রী মজুদ রাখার স্বার্থে মেলাপ্রাঙ্গন, মেলা স্টলের আশে-পাশে টহল এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ/মহিলা পুলিশ ফোর্স নিয়োগ, সিসিটিভি ক্যামেরা, আর্চওয়ে স্থাপনের বিষয়ে পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং একটি অনুলিপি উপ পুলিশ কমিশনার, রমনা জোন বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা উপকমিটির সদস্যবৃন্দ
০৩।	**<u>সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান:</u>** ০৪ (চার) দিনব্যাপী মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে শিল্পী আনয়ন এবং তাদের থাকা-খাওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক) ০৪ (চার) দিনব্যাপী মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে শিল্পী আনয়নের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। খ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্মিলিতভাবে ০১ দিন এবং পৃথকভাবে ০৩ দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। গ) তিন পার্বত্য জেলার শিল্পী একসাথে না এনে সিডিউল করে সে অনুযায়ী শিল্পী ঢাকায় আনা, আবাসনের ব্যবস্থা করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে আগে আসলে আগে যাবে ভিত্তিতে তাঁদের পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনাসহ সকল ব্যয় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাহ করবেন। ঘ) ১ম দিন বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্মিলিতভাবে, ২য় দিন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৩য় দিন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ৪র্থ দিন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের শিল্পীবৃন্দ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন।	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত উপকমিটির সদস্যবৃন্দ
০৪।	**<u>অর্থ সংস্থান ও ব্যয় নির্বাহ :</u>** মেলার খরচ নির্বাহের বিষয়টি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। মেলা অর্থ সংস্থান ও ব্যয় নির্বাহ বিষয়ে পরবর্তী সভায় বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন।	ক) পরবর্তী সভায় বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উপকমিটির মতামতের ভিত্তিতে অর্থসংস্থান ও ব্যয় নির্বাহ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। খ) উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট সার্বিক সহযোগিতা চেয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন); অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন); যুগ্মসচিব (প্রশাসন); উপসচিব (প্রশাসন-১); উপসচিব (বা/প্র-২) এবং সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন)

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব/বাস্তবায়নকারী
০৫।	**মেলার সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুচারুভাবে সম্পন্নকরণ:** মেলার সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা সূচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পুলিশ কমিশনার; রমনা জোন; মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি); নির্বাহী প্রকৌশলী, ই-এম বিভাগ-২,পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াসা, ওয়াসা ভবন, কারওয়ান বাজার; মহা-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ফুলবাড়িয়া; নির্বাহী প্রকৌশলী, ই-এম বিভাগ-৫,পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা; পরিচালক, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ), নগর ভবন; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর); কমান্ডিং অফিসার, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-৩, ঢাকা এবং সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে পত্র প্রেরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	মেলার আয়োজন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ ও মাদকমুক্ত পরিবেশে মেলা অনুষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য পুলিশ কমিশনার, রমনা জোন মহাপরিচালক বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি); নির্বাহী প্রকৌশলী, ই-এম বিভাগ-২,পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াসা, ওয়াসা ভবন, কারওয়ান বাজার; মহা-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ফুলবাড়িয়া; নির্বাহী প্রকৌশলী, ই-এম বিভাগ-৫, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা; পরিচালক, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ), নগর ভবন; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর); কমান্ডিং অফিসার, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-৩, ঢাকা এবং সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকাসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন); যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এবং উপসচিব (প্র:-১)
০৬।	**মেলার পণ্য ঢাকায় আনা-নেয়া এবং মেলা চলাকালীন ভলান্টিয়ার নিয়োগ:** মেলায় আগত তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন পণ্য সঠিকভাবে ঢাকায় আনয়নের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনসহ সহযোগী দপ্তরসমূহে পত্র প্রেরণ এবং মেলার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত ভলান্টিয়ার নিয়োগ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রয়োজনে বাংলাদেশ স্কাউটসহ তেরো ভার স্কাউটস প্রেরণের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে মর্মে আলোচনা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে আগত শিল্পীদের নিরাপত্তার জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে অতিরিক্ত সদস্য মনোনয়ন প্রদান এবং প্রয়োজনে মহিলা পুলিশ বাহিনী অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় হতে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য আলোচনা করা হয়।	মেলা উপলক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন পণ্য সঠিকভাবে ঢাকায় আনয়নের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনসহ সহযোগী দপ্তরসমূহসহ হাইওয়ে পুলিশকেও পত্র প্রেরণ করতে হবে। মেলার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত ভলান্টিয়ার নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ স্কাউটস হতে রোভার স্কাউটস প্রেরণের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করতে হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে আগত শিল্পীদের নিরাপত্তার জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে অতিরিক্ত সদস্য মনোনয়ন প্রদান এবং প্রয়োজনে মহিলা পুলিশ বাহিনী অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা উপকমিটি বিষয়গুলো তদারকি করবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন); উপসচিব (প্র:-১) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা উপকমিটির সদস্যবৃন্দ
০৭।	**কমিটি গঠন:** পার্বত্য মেলা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের জন্য সার্বিক ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভিন্ন উপকমিটি গঠনের	আলোচনা শেষে ০৮ (আট)টি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ **(১) সার্বিক ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ** • মাননীয় মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় - উপদেষ্টা • সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সভাপতি • অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) - সদস্য	

	বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	• অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) - সদস্য • অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) - সদস্য • যুগ্মসচিব (পরিষদ) - সদস্য • যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) - সদস্য • উপসচিব (প্রশাসন-১) - সদস্য • উপসচিব (সমন্বয়-২) - সদস্য • উপসচিব (পরিষদ-১) - সদস্য • উপসচিব (পরিকল্পনা-১) - সদস্য • উপসচিব (বাজেট/প্রশাসন-২) - সদস্য • উপসচিব (আইন) - সদস্য • সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) - সদস্য • সহকারী সচিব (সমন্বয়-১) - সদস্য • জনসংযোগ কর্মকর্তা - সদস্য • সহকারী প্রোগ্রামার - সদস্য • সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী - • আইসিটি স্পেশালিস্ট - সদস্য • পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি - সদস্য • বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি - সদস্য • খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি - সদস্য • রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি - সদস্য • যুগ্মসচিব (প্রশাসন) - সদস্য সচিব **কার্যপরিধিঃ** ক) পার্বত্য মেলা আয়োজন সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন; খ) উপ-কমিটি সমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সময়ে সময়ে সভা আহ্বানের মাধ্যমে অগ্রগতি পর্যালোচনা; গ) প্রয়োজনবোধে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং ঘ) কার্যপরিধিতে উল্লিখিত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবিধ কার্যক্রম। **(২) পার্বত্য মেলার অনুষ্ঠান আয়োজন, স্টল নির্মাণ ও বরাদ্দ উপকমিটিঃ** • অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) - সভাপতি • উপসচিব (প্রশাসন-১) - সদস্য • উপসচিব (বাজেট/প্রশাসন-২) - সদস্য • সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) - সদস্য • যুগ্মসচিব (প্রশাসন) - সদস্য সচিব **কার্যপরিধিঃ** ক) উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন; খ) অনুষ্ঠানস্থল ও তৎসংলগ্ন এলাকা সজ্জিতকরণ; গ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টল নির্মাণ, গেট নির্মাণ ও ব্যানার তৈরি এবং স্টল বরাদ্দের ব্যবস্থা করা; ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স সংলগ্ন দেয়াল ও সড়ক বিভাজক এবং শিল্পকলা একাডেমীর আশেপাশের সড়কে-এ ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, পোষ্টার, ফেস্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে মেলা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা; ঙ) মঞ্চ সজ্জা ও মঞ্চে ফুলের ব্যবস্থা করা; চ) মেলা প্রাঙ্গণ সজ্জিতকরণ, পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য কাজ তদারকি; ছ) আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা; জ) উপকমিটির সভাপতি কমিটির কাজের সুবিধার্থে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং ঞ) কার্যপরিধিতে উল্লিখিত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম।
		(৩) আমন্ত্রণপত্র তৈরি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের তালিকা তৈরি ও বিতরণ এবং প্রচার উপকমিটিঃ • অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) - সভাপতি • যুগ্মসচিব (সমন্বয়) - সদস্য

		• উপসচিব (সমন্বয়-২) - সদস্য • সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) - সদস্য • জনসংযোগ কর্মকর্তা - সদস্য • উপসচিব (পরিষদ-১) - সদস্য সচিব **কার্যপরিধিঃ** ক) আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের তালিকা প্রস্তুত ও চূড়ান্তকরণ; খ) আমন্ত্রণপত্র তৈরি ও নথিতে এর অনুমোদন গ্রহণ; গ) ক্রমিক নম্বরসহ আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ, নাম ঠিকানাসহ খাম ছাপানো এবং প্রেরণ; ঘ) আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের চূড়ান্ত তালিকা মোতাবেক আমন্ত্রণপত্র বিতরণের ব্যবস্থা করা; ঙ) আমন্ত্রণপত্র বিতরণের পর গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে নতুন কেউ নিয়োগপ্রাপ্ত হলে নবনিযুক্ত ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ পাঠানো; চ) ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি দিবস এবং ১১ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং এ উপলক্ষ্যে বাণী ও প্রবন্ধ প্রস্তুত; ছ) পার্বত্য মেলা আয়োজনের সংবাদ প্রচারের জন্য বিটিভিতে স্ক্রল আকারে প্রচার, এসএমএস প্রচারের জন্য বিটিআরসিতে পত্র প্রেরণ, মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেজে প্রচারের ব্যবস্থা করা; জ) উপকমিটির সভাপতি কমিটির কাজের সুবিধার্থে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং ঝ) কার্যপরিধিতে উল্লিখিত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবিধ কার্যক্রম।
		(৪) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন উপকমিটিঃ • অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) - সভাপতি • উপসচিব (সমন্বয়-২) - সদস্য • মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা/নির্বাহী কর্মকর্তা রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ - সদস্য • সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) - সদস্য সচিব **কার্যপরিধিঃ** ক) ০৪ (চার) দিনব্যাপী মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে শিল্পীআনয়নের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ বরাবর পত্র প্রেরণ; খ) তিন জেলার শিল্পী একত্রে না এনে সিডিউল অনুযায়ী শিল্পী ঢাকায় আনা, আবাসনের ব্যবস্থা করা; গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে আগে আসলে আগে যাবে ভিত্তিতে তাদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা; ঘ) এ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনাসহ সকল ব্যয় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; ঙ) উপকমিটির সভাপতি কমিটির কাজের সুবিধার্থে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং চ) কার্যপরিধিতে উল্লিখিত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবিধ কার্যক্রম।
		(৫) আপ্যায়ন উপকমিটিঃ • যুগ্মসচিব (প্রশাসন) - সভাপতি • যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) - সদস্য • উপসচিব (প্রশাসন-১) - সদস্য • উপসচিব (বাজেট/প্রশাসন-২) - সদস্য সচিব **কার্যপরিধিঃ** ক) পার্বত্য মেলার ভিআইপি অতিথিদের আসন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। খ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিআইপিসহ উপস্থিত অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। গ) ভিআইপিদের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। অন্যান্যদের জন্য মঞ্চের সুবিধাজনক স্থানে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা; ঘ) আপ্যায়নের মেনু নির্ধারণ ও অনুমোদন; ঙ) মেনু অনুযায়ী খাবার/স্ন্যাক সংগ্রহ; চ) মঞ্চে আপ্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেবিল/চেয়ারের ব্যবস্থা করা; ছ) অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত এবং অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায়ক কর্মচারীদের অনুষ্ঠান স্থলে আপ্যায়নের পৃথক ব্যবস্থা করা; জ) উপকমিটির সভাপতি কমিটির কাজের সুবিধার্থে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং

		ঝ) কার্যপরিধিতে উল্লিখিত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবিধ কার্যক্রম।
		(৬) বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উপকমিটিঃ • অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) - সভাপতি • উপসচিব (প্র:-১) - সদস্য • উপসচিব (বা:/প্র:-২) - সদস্য • সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন) - সদস্য • যুগ্মসচিব (প্রশাসন) - সদস্য সচিব **কার্যপরিধিঃ** ক) পার্বত্য মেলা আয়োজন সংক্রান্ত বাজেট প্রস্তুতকরণ; খ) বাজেট বিভাজন অনুযায়ী আর্থিক ব্যবস্থাপনা; গ) অনুষ্ঠান শেষে ব্যয় সমন্বয়; ঘ) উপকমিটির সভাপতি কমিটির কাজের সুবিধার্থে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং ঙ) কার্যপরিধিতে উল্লিখিত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবিধ কার্যক্রম।
		(৭) সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ক্রয় ও বিতরণ উপকমিটিঃ • অতিরিক্ত সচিব (পরিষদ) - সভাপতি • যুগ্মসচিব (পরিষদ) - সদস্য • উপসচিব (পরিষদ-১) - সদস্য সচিব **কার্যপরিধিঃ** ক) অনুষ্ঠানস্থলে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট সজ্জিতকরণ এবং বিতরণ; খ) ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট বিতরণ সংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক কাজ; গ) উপকমিটির সভাপতি কমিটির কাজের সুবিধার্থে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং ঘ) কার্যপরিধিতে উল্লিখিত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবিধ কার্যক্রম।
		(৮) আইন শৃঙ্খলা রক্ষা উপকমিটিঃ • অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) - সভাপতি • যুগ্মসচিব (প্রশাসন) - সদস্য • উপসচিব (আইন) - সদস্য • ডিএমপির প্রতিনিধি - সদস্য • উপসচিব (প্র:-১) - সদস্য সচিব **কার্যপরিধিঃ** ক) অনুষ্ঠানস্থল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও তৎসংলগ্ন এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; খ) নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ ফোর্স এবং নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সকল সদস্যের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ; গ) ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত ভলান্টিয়ার এর কাজ ও সিসিটিভি মনিটারিং এবং ঘ) উপকমিটির সভাপতি কাজের সুবিধার্থে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় অবশিষ্ট না থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৩/১১/২০২২
(মোসাম্মৎ হামিদা বেগম)
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নং-২৯.০০.০০০০.২১৩.২৩.০৩১.২২-৬৮৩
তারিখ: ২৭/১১/২০২২ খ্রিঃ

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):</u>

১। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।

২। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, রমনা, ঢাকা।

৩। অতিরিক্ত সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।

৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

৬। ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।

৭। যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা।

৯। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১০। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।

১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী সদয় অবগতির জন্য)।

১২। সচিবের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৪। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৫। জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৬। ডাঃ অজয় প্রকাশ চাকমা, উত্তরা, ঢাকা।

১৭। নির্বাহী পরিচালক ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

১৮। নির্বাহী পরিচালক, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রধান কার্যালয়, বাড়ি নং ৫৪৮,রোড নং-১০ বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

১৯। কান্ট্রি ডিরেক্টর, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বাড়ি নং-১০ই, সড়ক নং-৮২, গুলশান-২, ঢাকা।

২০। ন্যাশনাল প্রজেক্ট ম্যানেজার, এসআইডি-সিএইচটি, আইডিবি ভবন (১৮ তলা) আগারগাঁও ঢাকা-১০০০।

২১। নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং-২২, রোড নং-৪, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা।

২২। নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস, ২ আউটার সার্কুলার রোড, জিপিও বক্স নং-৯৯৯, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭।

২৩। FAO Representative in Bangladesh, Road No.8, House No.37, Dhanmondi, Dhaka.

২৪। ILO, Country Director in Bangladesh, IDB Bhaban, Dhaka.

২৫। সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৬। আইসিটি স্পেশালিস্ট, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৭/১১/2022

(সজল কান্তি বণিক)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০৩১৪
dsadmin@mochta.gov.bd